62

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

উত্তরাঞ্চলে ছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পাবনা।– গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া অবৈতনিক করায় ছাত্রী ভর্তির হার চার বছরে প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলা থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজশাহী বিভাগীয় শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৮৯–৯০ শিক্ষা বছরে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ২ হাজার ৭৮টি মাধ্যমিক এবং ৩৬৮টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২১ হাজার ৪শ' ৯৭ জন, সেখানে '৯২ শিক্ষা বছরে ছাত্রীসংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪ হাজার ৩৮৭ জনে, '৯৩ শিক্ষা বছরে দাঁড়ায় ৭৬ হাজার ১২১ জনে, '৯৪ শিক্ষা বছরে দাঁড়ায় ৮৭ হাজার ৮৩১ জনে এবং চলতি '৯৫ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৭ হাজার ৪৯৭ জনে। এছাড়া, গত শিক্ষাবর্ষ থেকে ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করায় মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা মধ্যে উচ্চশিক্ষালাভের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে স্কুলে কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকারা জানান। তারা জানান, নতুনভাবে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেসব ছাত্রী এসে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে ৬০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাস করে লেখাপড়ার ইতি টেনেছিল। এই ৬০ ভাগের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র নিরক্ষর পরিবারের, ৩০ ভাগ ভূমিহীন পরিবারের এবং ২০ ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের। আর্থিক অনটনই ছিল এদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পথে প্রধান অন্তরায়।

উত্তরাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। তবে দেশের অপর ৪টি বিভাগের তুলনায় মেয়েদের হার উত্তরাঞ্চলেই বেশী। অথচ উদ্যোক্তা ও দানশীল ব্যক্তিদের অভাবে উত্তরাঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে খুব কমই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে মেয়েদের বেশীরভাগ সহশিক্ষা বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয়। এতে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ কমই হয়।

উদাহরণস্বরূপ পাবনা জেলায় শিক্ষিতের হার ১৯ দশমিক ২ ভাগ। স্ত্রী শিক্ষার হার মাত্র ৪ দশমিক ১ ভাগ। এ জেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬৬৪টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৩২২টি। গত দু'বছরে জেলায় ২৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে '৯২ সালে পাবনা জেলার ৯টি থানায় যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩৬টি। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯৪টি। এর মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬টি।

পাবনা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জানান, উপবৃত্তির কারণেও প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের ভর্তি ও উপস্থিতি আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান, গত জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি ছেলেদের চাইতে মেয়েদের উৎসাহ বেশী। প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় মেয়েদের সংখ্যাই বেশী রয়েছে।

একজন প্রবীণ শিক্ষানুরাগী জানান, গ্রামাঞ্চলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করার সঙ্গে যদি ভর্তি এবং এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় যে অধিক টাকা দাবী করা হয় তা হ্রাস করলে মেয়েদের শিক্ষালাভের সুযোগ আরও বেশী হত।